সংবাদ

10 MAY 2012

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

টিসি জালিয়াতি

৯ কলেজকে শোকজ

● ভুয়া কলেজের বিষয়ে সতর্কীকরণ

রাকিব উদ্দিন

দেশব্যাপী শিক্ষা বাণিজ্যে মেতে ওঠেছে অসংখ্য ভুয়া কলেজ। সদ্য এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে মরিয়া প্রচারণায় লিপ্ত হয়েছে প্রতারণাকারী কলেজের হর্তাকর্তারা। তবে বাণিজ্যনির্ভর এসব ভুয়া কলেজের বিরুদ্ধে কঠোর হচ্ছে শিক্ষা বোর্ডগুলো। অনুমোদনহীন এ ধরনের কলেজে শিক্ষার্থীদের ভর্তি না হতে আন্ত:শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে শীঘ্রই সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে।

এদিকে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড গতকাল রাজধানীর সাতটিসহ মোট নয়টি ভুয়া কলেজ চিহ্নিত করে সেগুলোর কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শানো নোটিশ (শো-কজ) দিয়েছে। এসব কলেজ ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (টিসি) জাল করে বিভিন্ন কলেজের নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় (এইচএসসি) অংশগ্রহণের সুযোগ কিংবা ভর্তি করেছে। যেখা… অংকের টাকা অর্থ হাতিয়ে নিয়ে শিক্ষা বোর্ডের

কলেজকে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক

কলেজকে : শোকজ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহযোগিতায় এ ধরনের জালিয়াতি করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্ত:শিক্ষা বোর্ডের সমন্বয় সাব-কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, সারাদেশে অনুমোদনহীন অসংখ্য কলেজ গজিয়ে উঠেছে। এ ধরনের কলেজের নেই কোন কোড নম্বর। নেই ইআইআইএন, বা এডুকেশন ইনস্টিটিউশন আইডেন্টিফিকেশন নম্বর। তাছাড়া অনেকে স্কুলের অনুমোদন নিয়ে স্কুল অ্যান্ড কলেজের নাম ব্যবহার করে শিক্ষার নামে ব্যবসা করছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি জানান, ঢাকার রায়হান স্কুল কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে স্কুল অ্যান্ড কলেজের নাম ব্যবহার করছে। এ ধরনের সব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

জানা গেছে, বোর্ডের নাম ভাঙিয়ে টিসি জাল করে বাছাই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া শিক্ষার্থীদের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার অভিযোগ তদন্ত করে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এবার ৯টি কলেজকে চিহ্নিত করেছে। তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে গতকাল এসব কলেজ কর্তৃপক্ষকে শো-কজ নোটিশ দিয়েছে বোর্ড। সাত কর্মদিবসের মধ্যে এসব কলেজ কর্তৃপক্ষকে শিক্ষা বোর্ডে এসে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টিসি জালিয়াতি করে রাজধানীর সিটি রয়েল কলেজ এবার ১৪ জন ফেল করা শিক্ষার্থী ভর্তি, ঢাকা মডেল কলেজ ৬৬ জন, মিরপুরের রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরি কলেজ ১ জন, ঢাকার মেট্রোপলিস কলেজ ১ জন, ওরিয়েন্টাল কলেজ ২ জন, ঢাকার সোনার বাংলা কলেজ ১ জন, মিরপুরের হারুন মোল্লা কলেজ ১৪ জন, টাঙ্গাইলের আবু আব্বাস কলেজ ১ জন, জামালপুরের এসএমসি আদর্শ কলেজ ১১ জন এবং সরকারি কবি নজরুল কলেজ ১ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে।

এ বিষয়ে প্রফেসর ফাহিমা খাতুন বলেন, সিটি রয়েল কলেজ, ঢাকা মডেল কলেজ এবং এসএমসি আদর্শ কলেজের অনুমোদন বাতিল করা হবেই। এদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। তাদের বিরুদ্ধে অনেক অনিয়ম প্রমাণিত হয়েছে। কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব সন্তোষজনক হলে অভিযুক্ত অন্য কলেজগুলোকে কিছু শর্তের ভিত্তিতে ক্ষমা করা যেতে পারে। তবে সরকারি কলেজটি ছাড়া অভিযুক্ত কোন কলেজই এবার একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবে না বলেও তিনি জানান।

তিনি আরও বলেন, এখন থেকে কলেজের অনুমোদনের বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করা হবে। যাদের বোর্ডের অনুমোদন থাকবে তাদেরই কেবল 'ইআইআইএন' দেয়া হবে।

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিতে কী থাকবে জানতে চাইলে প্রফেসর ফাহিমা খাতুন বলেন, এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সব শিক্ষার্থীকে ভর্তির আগে কলেজের কোড নম্বর ও 'ইআইআইএন' দেখে ভর্তি হতে বলা হবে।